R. N. No. 2532/57' Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৬৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
একবারে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৮১ সাল। ১লা মে, ১৯৭৪ সাল।
নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

জল, কাগজ, কয়লা, পাঁউরুটি, বিদ্যুৎ......... সংকটে সংকটে গ্রামবাংলা ছয়লাপ

(ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি)

রঘুনাথগঞ্জ—চারিদিকে নাই, নাই, আর নাই। গ্রামবাংলায় হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস আর নাভিশ্বাস। ঠিক এই সময় প্রচণ্ড খরায় জঙ্গিপুর মহকুমার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘুরে ঘুরে এই প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ করেছি। কয়লা সংকটের কারণ খুঁজে বের করার জন্য পরিচয় গোপন করে ছুটে গিয়েছি কুমারডিহি কোলিয়ারী পর্যন্ত। সর্ষের ভেতর ভূত ঢুকে থাকায় সন্তোষজনক উত্তর পাইনি।

ফরাক্কা থেকে খান্দুয়া, রঘুনাথগঞ্জ থেকে সাগরদীঘি হয়ে দস্তুরহাট, কাবিলপুর, বালিয়া, মির্জাপুর; মোরগ্রাম থেকে হিলোড়া—যেখানেই গিয়েছি সাধারণ মানুষ ভিড় করেছেন। তাঁদের আর্ত আবেদন এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে, বাঁচান—আমাদের বাঁচান আমরা কাজ চাই, ন্যায্য দামে এক মুঠো খাবার পেতে চাই; সরকারী অনুদান আমরা যাচঞা করি না। আমরা প্রত্যাশা করি শস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখার উপকরণ সামগ্রী।

দাবদাহের দোর্দণ্ড প্রতাপে আই, আর ৮ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। পুকুরের জল শুকোতে আরম্ভ করেছে, বেশীরভাগ গ্রামের টিউবওয়েল অকেজো হয়ে গিয়েছে। সেচের জল ছাড়াও পানীয় জলের সংকট আজ তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। ক্লান্ত, শ্রান্ত অবসন্ন দেহে বৃক্ষছায়ায় বিশ্রামরত পথিক, কৃষক বার বার বলেছেন, গতবারের মত এবারও এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পানীয় জলের জন্য ছুটে যেতে হবে। কুয়োর জলের স্তর উল্লেখযোগ্যভাবে নেমে গিয়েছে। গ্রামীণ জল সরবরাহ সংস্থাগুলির অকর্মণ্যতায় গ্রামের নলকূপগুলি বছরের বেশীর ভাগ সময়ই অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকে। সে তুলনায় মেরামতির ব্যবস্থাও ক্রমে ক্রমে দূর অস্ত্। সেচের জলের অভাবেও বোরো চাষ আজ ক্ষতিগ্রস্ত।

কেরোসিন ও কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা, দুর্মূল্যতা আঘাত হেনেছে মহকুমার নিরক্ষরতা দূরীকরণ

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

শ্রদ্ধার্ঘ্য

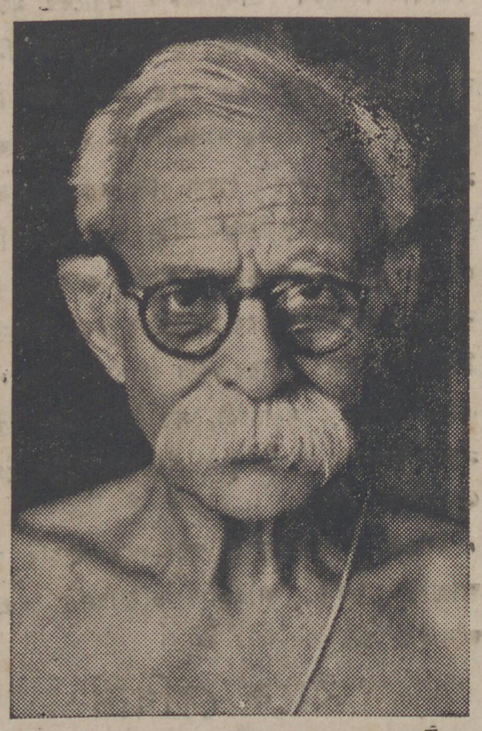

জন্ম—১৩ই বৈশাখ, ১২৮৮
মৃত্যু—১৩ই বৈশাখ, ১৩৭৫

"আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে—
দোঁহে বসিয়াছে"

দাদাঠাকুরের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী পালন

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮শে এপ্রিল—গতকাল ১৩ই বৈশাখ, দাদাঠাকুর স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের ৯৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, স্থানীয় বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্‌যোগে, বিবেকানন্দ সরণীতে পৌরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রবীণ আইনজীবী শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস। দাদাঠাকুরের জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মোল্লা, ডাঃ চট্টোপাধ্যায় এবং দাদাঠাকুরের পৌত্র শ্রীরবীন্দ্র পণ্ডিত। সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করা হয়। সকালে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে প্রভাতভেরী বের করেন বিবেকানন্দ ক্লাবের সভ্যরা। পণ্ডিত-প্রেসে দাদাঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দাদাঠাকুরের মৃত্যুর ছ'বছর পর এখানে এই প্রথম একটি সভায় তাঁর জন্মবার্ষিকী পালন করা হ'ল। ১৩৭৫ সালের ১৩ই বৈশাখ তিনি পরলোকগমন করেন।

গোরাবাজার হত্যা মামলায়

সাগরদীঘির বিশিষ্ট ধনীর দুলাল গ্রেপ্তার

বহরমপুর, ২৬শে এপ্রিল—জেলা গোয়েন্দা দপ্তরের এক রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে, গত ৬ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী নিরঞ্জন মিছিলে গোরাবাজারে প্রকাশ্য রাজপথে জনৈক তরুণকে হত্যার অভিযোগে, সাগরদীঘি পুলিশ গতকাল স্বপন ভকত নামে একজন তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। গোয়েন্দা পুলিশসূত্রে প্রাপ্ত এই সংবাদে আরও জানা গিয়েছে যে, কে, এন, কমার্স কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র এই

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৮১ সাল।

॥ দাদাঠাকুর স্মরণে ॥

গত শনিবার, ১৩ই বৈশাখ ছিল 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত—দাদাঠাকুরের তিরোধান দিবস। বিগত ১৩৭৫ সনের ১৩ই বৈশাখ আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেবকে আমরা হারাইয়াছি। ঐ ১৩ই বৈশাখই তাঁহার জন্মদিবস।

লোকান্তরিত দাদাঠাকুর বাংলার বিদগ্ধ-সমাজে সুপরিচিত ছিলেন শুধু তাঁহার সাহিত্যকৃতি বা অসাধারণ উপস্থিতবুদ্ধি কিংবা বাগ্‌বৈদগ্ধ্য-রঙ্গ-রসিকতার জন্যই নহে, তাঁহার মৌলিক চারিত্র-গুণের একটা বিরাট প্রভাবের ফলেই যাহার জন্য জীবদ্দশাতেই জনচিত্তে তিনি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছিলেন। রঙ্গরসিকতাপ্রিয় এক বিদূষক হিসাবে নহে, তাঁহার অনন্য চরিত্রবল, অনমনীয় দৃঢ়তা, নির্লোভ অথচ তেজস্বী মনোভাব সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল—ইহার উত্তর বহু পূর্বেই বাঙ্গালী দিয়াছেন। কি রাজনীতিক, কি সাহিত্যিক, কি তৎকালীন শাসককুল—সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সমীহ করিতেন।

যে কোন ক্ষেত্রে কোন অন্যায় আচরণ দেখিলেই দাদাঠাকুর প্রতিবাদে সোচ্চার হইতেন। তাহাতে ক্রোধের তুলনায় মিছরির ছুরির ব্যবহার থাকিত বেশী। যাঁহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইত তাঁহার ভিতরে তাহা কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া যাইত। দাদাঠাকুরের নির্ভীকতার জন্য যে কোন পরিবেশে তাঁহার কোন কুণ্ঠা বা আড়ষ্টতার ভাব দেখা যায় নাই। তাঁহার ছড়া বানাইবার ক্ষমতা, শব্দ লইয়া খেলা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ প্রভৃতি তারল্যের পরিচায়ক বলিয়া যদি বা কেহ মানিয়া থাকেন, চরিত্রের গাম্ভীর্যতার দিক দিয়া তাঁহার নির্লোভতা, স্বল্পে তুষ্টি, সরল-অনাড়ম্বরজীবন এবং আত্মমর্যাদাবোধ তাঁহাকে যে মহনীয়তা দান করিয়াছিল তাহা অতুলনীয়। ধনের প্রভুত্বের কাছে কোনদিন তিনি নত হন নাই; বরং ধনের লোভকে পদদলিত করিয়া বিত্তের অহঙ্কারকে তাচ্ছিল্য করিয়া গিয়াছেন। ইহা শুধু সম্ভব ছিল তাঁহার অন্তরের তেজ, সহজ-সন্তোষ আর সরল জীবনযাত্রার আদর্শে অবিচল আস্থার ফলেই।

দাদাঠাকুর ছিলেন আজীবন নিরলস কর্মী এবং পুরুষকারপ্রত্যয়ী। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' ছিল তাঁহার সাধের পত্রিকা। মহকুমার প্রাচীনতম এই সাপ্তাহিক তাঁহার আলোকবর্তিকায় যে পথের সন্ধান পাইয়াছিল, আজও তাঁহার অতীত পূতস্পর্শের প্রভাবে সে অব্যাহতভাবে জনসেবা করিয়া চলিতেছে। পত্রিকাটির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন এবং পাঠকসমাজের স্বীকৃতিলাভ সম্ভব হইয়াছে আমরা দাদাঠাকুরের পথ অনুসরণে নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতার আদর্শকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছি বলিয়াই। বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রবোধ-কুমার সান্যাল মহাশয় বলিয়াছেন, "আমাদের আয়ুষ্কালের মধ্যে দা'ঠাকুরের মতো একটি জীবন্ত চরিত্র কেবলমাত্র বিস্ময়জনক নয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর বঙ্গদেশে তিনি একটি প্রবাদের মতো। তাঁর পরিচয় বাইরে কিছু ছিল না, তিনি নিজেই তাঁর পরিচয়। এক এক সময় ভাবি, কে তিনি, কি তিনি? তিনি বড় দার্শনিক বা সমাজসংস্কারক নন, কবি-শিল্পী গায়ক-বাদক-সাহিত্যকর্মী-সাংবাদিক-অধ্যাপক-শিক্ষক-প্রতিষ্ঠান পরিচালক, রাজনীতিক-দেশসেবক প্রভৃতির চলিত অর্থে কোনটাই তিনি নন,—অথচ সব মিলিয়ে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। বিগত ষাট সত্তর বছরের মধ্যে বাংলার বরেণ্য সমাজ এই নিষ্ঠাবান, সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ, শুদ্ধচরিত্র ও নগ্নপদ ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলো নিতে পারলে গৌরব বোধ করত।"

আজ দাদাঠাকুরের স্মরণ-লগ্নে তাঁহার অমর আত্মার প্রতি আমরা ভক্তিবিনম্র প্রণাম জানাইতেছি।

যাঁকে দেখিনি

সত্যনারায়ণ ভকত

চলতি দুনিয়ায় কেউ কাউকে মনে রাখে না, মনে থাকলেও অনেক সময় না জানার ভান করে। এটাই বোধ হয় আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—কোন খ্যাতিমান ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর খবরের কাগজে মাত্র দশ লাইন স্থান পান। আমাদের দেশে এর প্রমাণ ভূরি ভূরি। জীবিত অবস্থায় কোন নামজাদা লোককে নিয়ে ততটা হৈ চৈ হয় না, যতটা তাঁর মৃত্যুর পর করা হয়।

কিন্তু জঙ্গিপুর সংবাদের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দাদাঠাকুর—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের ক্ষেত্রে ঘটেছিল ঠিক তার উল্‌টোটা। বাংলাদেশের রসিক মহলে তিনি সাড়া জাগিয়েছিলেন। পরাধীন ভারতে নির্ভীক, নিরপেক্ষ সাংবাদিকতায় তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁরই জীবনী নিয়ে তোলা চলচ্চিত্র তাঁকেই দেখানো হয়েছিল। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর মৃত্যুর পর ছ'বছর কেটে গিয়েছে একটা স্মরণ-সভা পর্যন্ত করা হয় না, শ্রদ্ধা নিবেদন তো দূরের কথা জঙ্গিপুরবাসী যা করেন না রাজধানী কলকাতা তা করবেই বা কেন—তিনি তো আর ১৩ই বৈশাখ সেখানে জন্মাননি বা মারা যাননি। আমার মত আরও অনেকে আছেন, যাঁরা তাঁকে দেখেননি অথচ তাঁর জীবনকাহিনী শুনে পুলকিত হন, শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে যায়। এমন অনেককে পণ্ডিত প্রেসে এসে তাঁর সম্পর্কে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেখেছি। ভয় হয়, বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গিয়ে তাঁর কাহিনী পাছে কিংবদন্তীতে পরিণত না হয়।

তাঁর স্নেহধন্য, বিপ্লবী নলিনীকান্ত সরকারের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন যিনি, সেই তরুণ-কুমারকে গতবার জঙ্গিপুর কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বলতে শুনেছিলাম, "দাদাঠাকুর ছবিতে অভিনয় করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে এসেও তাঁর বাড়ী যেতে পারলাম না।" তরুণকুমার ঐ কথা না বলে যদি যুগোপযোগীভাবে বলতেন—ইচ্ছে করেই গেলাম না, তাহলে বেমানান হ'ত না।

যাঁকে দেখিনি তাঁকে নিয়ে লিখতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তবু লিখতে বসে এই কথাই মনে হ'ল। তাঁকে দেখিনি ঠিকই, অথচ তাঁর প্রতি-কৃতির দিকে তাকালেই মনে হয় যেন তাঁকে দেখেছি—তিনি আমাদের সকলের বহুদিনের পরিচিত সকলের আপনজন, সকলের দা'ঠাকুর। ১৩ই বৈশাখ তাঁর জন্ম-মৃত্যু দিনে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

বিক্ষোভ মিছিল, কুশপুত্তলিকা দাহ

রঘুনাথগঞ্জ, ২৯শে এপ্রিল—আজ জঙ্গিপুর কলেজ ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে এই প্রথম একটি সরকার বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল ছাত্রদের কেরোসিন ও কাগজ সরবরাহ এবং রেশন দ্রব্য বণ্টনে শহরের সঙ্গে গ্রামের বৈষম্য (যেমন মহকুমার গ্রামাঞ্চলে চিনি দেওয়া হয় মাসে ১৫০ গ্রাম, শহরে ৮০০ গ্রাম) দূর করার দাবিতে মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ সংস্থার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মিছিলে বিভিন্ন ব্লকের কর্মী ও প্রতি-নিধিরা অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি ঐ সংস্থায় পৌছলে পুলিশ তাঁদের গতিরোধ করে। সেখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীচিত্ত মুখার্জ্জী সরকারের এবং স্থানীয় এম, এল, এ শ্রীহাবিবুর রহমানের কার্য-কলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। শ্রীমুখার্জ্জী খাদ্য সংগ্রহ বানচালের জন্য আই, জি, পি রণজিৎ গুপ্তের এবং খাদ্য দপ্তরে দুরবস্থার জন্য খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন। পরে তাঁরা খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ সহ চীফ কমিশনার বি, আর, গুপ্ত; ফুড কমিশনার এস, বি, রায় এবং পুলিশ কমিশনার রণজিৎ গুপ্তের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন।

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

আমরা যেখানে

মহাশয়, আজ চারিদিকে খালি নাই, নাই—চাই, চাই রব। স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রী যারা গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের তাদের অবস্থা আজ এমন এক শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে ফিরে আসা অত্যন্ত কঠিন। ছাত্রদের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় খাতার কাগজ-এর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ছাত্রদের এক নিদারুণ সংকটের মধ্যে ফেলেছে। সামনে অনেকের ফাইনাল পরীক্ষা। বিদ্যুৎ মন্ত্রীর অপদার্থতায় দিনের পর দিন লোড সেডিং-এর অত্যাচারে ছাত্র সমাজ অতীষ্ট। অপর দিকে কেরোসিন তেল নাই—চারিদিকে অন্ধকার। যেন সামনে যুদ্ধ, নিষ্প্রদীপের মহড়া চলছে! কাগজের দাম বাড়াতে প্রতিটি বইয়ের দাম প্রায় ৪।৫ টাকা কোরে বেড়ে গেছে। তাই বই, তেল, খাতার কাগজ খাদ্যবিহীন সমগ্র ছাত্র সমাজ আজ অসহায় সংকটাপন্ন। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, যে কংগ্রেসদলকে বাংলার হাজার হাজার ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ গদীতে বসিয়েছিল সেই ছাত্র-যুব সমাজ আজ না খেতে পেয়ে এম, এল, এ-র কাছে নিজের মনুষ্যত্ব বিক্রী না করতে পেরে চাকরি না পেয়ে বেকারত্বের জ্বালায় তিলে তিলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। খাদ্য চাইতে গিয়ে, কেরোসিন চাইতে গিয়ে, লেখার কাগজ চাইতে গিয়ে তারা আজ বুলেট খেয়েছে। শতছিন্ন জামাটি বুকের তাজা রক্তে লাল হয়েছে। তবুও সহনশীল জঙ্গিপুরের গরীব মধ্যবিত্ত ছাত্র সমাজ আজও চুপ করে আছে। তারা দেখতে চায় বিধানসভার নীরব দর্শক—নীরব বক্তা এ সব দেখে শুনেও আর কতদিন নীরব থাকেন। অসহায় ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে জঙ্গিপুরের নীরব এম, এল, এ ও তাঁর সরকারের কিছু অপদার্থ মন্ত্রীদের কাছে অনুরোধ বড় বড় কথা না বোলে, বড় বড় বক্তৃতা না দিয়ে, গলায় সুগন্ধ ফুলের মালা পড়ে বাহবা না নিয়ে ছাত্রদের স্বার্থে কিছু করুন। দোহাই আপনাদের, ক্ষুধার্ত ছাত্র সমাজকে ক্ষেপিয়ে তুলবেন না। ছাত্র সমাজকে ক্ষেপিয়ে তুললে সে আগুন নেভানো অত্যন্ত কঠিন। সে আগুনে পুড়ে মরবেন আপনারাই।

ভবদীয়—
জঙ্গিপুর কলেজ ছাত্র পরিষদের পক্ষে
শ্রীবিমান হাজরা

২৯।৪।৭৪

আবেদন

বর্ত্তমানে ব্যাপক বসন্তের প্রাদুর্ভাবের জন্য প্রতিটি জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন যে, বসন্ত রোগ হলেই স্বাস্থ্য বিভাগে অবিলম্বে খবর দেবেন এবং বসন্ত প্রতিরোধে সরকারী কাজে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা কোরছি।

ভবদীয়—
হাবিবুর রহমান
জঙ্গিপুর বিধান সভার সদস্য

১৪।৪।৭৪

এক সপ্তাহে তিন জায়গায় সংঘর্ষ

১ জন নিহত, ৭ জন আহত, ৪ জন ধৃত

পুলিশের গুলিবর্ষণ

রঘুনাথগঞ্জ, ১লা মে—গত সাত দিনের মধ্যে এই থানার তিনটি গ্রামে গ্রাম্যদলাদলিকে কেন্দ্র করে এবং তাড়ির নেশায় বুঁদ হয়ে সংঘর্ষ ঘটানোর সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

আজ তাড়ি খেয়ে গদাইপুরে দু'দলে সংঘর্ষ বাধলে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে উভয় পক্ষের তিনজন করে ছ'জন আহত হয়। হাসপাতালে আসার পথে ঝাসিক মাঝির মৃত্যু ঘটে। তিনজনকে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশংকাজনক। বাকী দু'জনকে মহকুমা সদর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছে এবং দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংঘর্ষের সময় একটা বোমা ফাটানো হয় বলে প্রকাশ।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ, গত পরশু এই থানার নওদায় ছাত্র পরিষদ এবং শিক্ষা বাঁচাও কমিটির দু'দল সমর্থকের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে তীরের আঘাতে দু'জন আহত হয়। সংঘর্ষের সময় দু'বার বোমা ফাটানো হয়। উভয় পক্ষের ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নির্ভরযোগ্যসূত্রে পাওয়া এক খবরে জানা গিয়েছে, গত ২৬শে এপ্রিল ভৈরবটোলায় গ্রাম্য দলাদলিকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে জনতা ছত্রভঙ্গের জন্য পুলিশকে তিন রাউণ্ড গুলি চালাতে হয়েছে। কেউ হতাহত হয়নি। মহকুমাশাসক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এই থানার ও, সি গুলি চালনার কথা অস্বীকার করেছেন। অপরদিকে পুলিশের গুলি চালনার কথা উল্লেখ করে এক পক্ষ ২৯ জনকে আসামী সাব্যস্ত করে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

বিচিত্রানুষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ, ১লা মে—ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার জঙ্গিপুর শাখার ষ্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্‌যোগে আগামী ১১ই মে শনিবার, সন্ধ্যে সাতটায় এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান শিল্পী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সঙ্গীত পরিচালক-গায়ক শ্রীশ্যামল মিত্র।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বোখারা, ১লা মে—গত ২১শে এপ্রিল বিকেল চারটেয় বোখারা যুব সংঘ প্রাঙ্গণে শ্রীশম্ভুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমালোচক ও সুধীবৃন্দের উপস্থিতিতে ডাঃ দুর্গারঞ্জন স্মৃতি ছোট গল্প প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন যথাক্রমে পুলকেশ দে, মাধব রায় ও কুনালকান্তি দে।

এস, ডি, ও অফিস অভিযান

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮শে এপ্রিল—ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে গত ২৩শে এপ্রিল সকালে শত শত ছাত্র-ছাত্রী মহকুমা শাসকের অফিসে খাদ্য, কেরোসিন ও রেশন দরে শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহের দাবিতে এক অভিযান চালান। সেই অভিযানে রঘুনাথগঞ্জ ও মির্জাপুর স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীরা অংশ গ্রহণ করেন। আদালত প্রাঙ্গণে সমবেত ছাত্রদের সামনে ভাষণ দেন শ্রীপ্রভাত ব্যানার্জী।

৩টি রাস্তা উদ্বোধন

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর থেকে প্রেরিত এক সংবাদে জানা গিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের সমবায় ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅতীশ সিংহ কান্দী মহকুমায় জরুরী ভিত্তিক কর্মপ্রকল্পে নির্মিত আট মাইল দীর্ঘ তিনটি পাকা রাস্তার উদ্বোধন করেছেন গত ১৮ই এপ্রিল। এই রাস্তাগুলি নির্মাণে আনুমানিক ব্যয় হবে প্রায় সাত লক্ষ টাকা এবং কুড়িটি গ্রামের প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।

ভিটে বিক্রয়

সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত সন্তোষপুর মৌজায় ১২৩ একশত তেইশ খতিয়ানের ৬৩ তেষট্টি নং দাগ রকম ভিটে, পরিমাণ ১১ এগার শতক বিক্রয় করা হইবে। পাকা রাস্তা ও বাজারে যাইবার রাস্তার সংযোগস্থলে অবস্থিত। বৈদ্যুতিক সুবিধা আছে।

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শেখ আনেশ আলি
সাং কুশমোড়
পোঃ গুড়া, থানা নবগ্রাম।

আইসক্রীম মেসিন বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলার সন্নিকটে অবস্থিত দু'টি চালু আইসক্রীম মেসিন বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

দিলখোস আইস ক্যাণ্ডি ফ্যাক্টরী
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)

Wanted for the Jangipur H. S. (Multi) School a graduate trained teacher having some experience in teaching ; a good sportsman and a player who will be daily present in the School ground and prepared to play with the boys and is also willing to serve as Superintendent of the hostels. Apply to the Secretary on or before 7.5.74 along with copies of testimonials during school hours.

গোরাবাজার হত্যা মামলায় (১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

স্বপন ভকতের বাবা সাগরদীঘির জনৈক ধনী ব্যবসায়ী ও মহাজন এবং দাদা সাগরদীঘি ব্লক ছাত্রপরিষদের সভাপতি। স্বপনকে তার বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করার পর জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে উগ্রপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগও আনা হয়েছে।

বহরমপুর থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা আরও জানিয়েছেন যে, ঘটনার দিন গোরাবাজারে সরস্বতী নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে কে বা কারা ধারালো অস্ত্রের আঘাতে প্রকাশ্য রাজপথে একজন তরুণকে হত্যা করে। ঐ ঘটনায় আহত কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। আরও তদন্ত চলছে।

পুলিশী সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জঙ্গিপুর সংবাদের সাগরদীঘির সংবাদদাতা লিখেছেন, গত ২৫শে এপ্রিল সাগরদীঘি পুলিশ একজন নকশালসহ চারজন সমাজবিরোধীকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত নকশালপন্থী যুবকের নাম প্রদীপ মুখার্জ্জী ওরফে খোকা। এই থানার গ্রামাঞ্চলে গত কয়েক মাসে নকশালপন্থী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

সংকটে সংকটে গ্রামবাংলা ছয়লাপ (১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অভিযানে। ভিত নাড়িয়েছে গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির, আতঙ্কিত চিন্তিত করে তুলেছে অভিভাবকদের। ছাপার কাগজ রিমপ্রতি ২৫/৩০ টাকা, লেখার কাগজ, খাতা দ্বিগুণ এবং বইয়ের দাম ২০% বেড়ে গিয়েছে। বই বিক্রেতারা জানিয়েছেন, শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্ত্তন ঘটবে সেইজন্য বই কিনতে সাহস হচ্ছে না। কাগজের অভাবে অত্যন্ত নিম্নমানের কাগজে ছাপার জন্য বই বেশীদিন টিকবে না। কাজেই বই ছাপা হচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। বাজারে অভাব থেকেই যাচ্ছে, ছাত্রছাত্রীরা বই পাচ্ছে না। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকাশিত নবম শ্রেণীর সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক ছাপা নাই। গ্রামের ছাপাখানা শিল্প আজ বিপর্যস্ত। নিউজপ্রিণ্ট সরবরাহে অব্যবস্থা অব্যাহত থাকায় ক্ষুদ্র সংবাদপত্র প্রকাশনা ব্যাহত হচ্ছে। অন্যান্য সংবাদপত্রের মত জঙ্গিপুর সংবাদেরও নাভিশ্বাস উঠছে।

কয়লার দাম টনপ্রতি ৩৫ টাকা বাড়তে পারে—সরকারী এই ঘোষণাকে গ্রামের ধুরন্দর কয়লা বিক্রেতারা কাজে লাগিয়েছেন। বাজার থেকে কয়লা উধাও হয়েছে, কোন কোন গ্রামে আট টাকা মণ দরেও পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ কুমারডিহি কোল মাইন অথরিটি লিমিটেডে খোঁজ নিয়ে জেনেছি 'বাড়তে পারে' ছাড়া কোন সারকুলার এখনও কোল মাইন অথরিটিগুলিতে আসেনি। তবে সরকার কয়লাখনিগুলি অধিগ্রহণের পর কর্মচারীদের গাফিলতি এবং লোডিং-এ অব্যবস্থা পরোক্ষভাবে কয়লার দুষ্প্রাপ্যতা এবং মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করেছে।

আর একটা জিনিস মহকুমার গ্রামাঞ্চল থেকে উধাও হয়েছে। সেটা হচ্ছে পাঁউরুটি। একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কোন কোন জায়গায় নির্লজ্জের মত কেক বাজার দখল করে বসে আছে। রুটি পাওয়া যাচ্ছে না অথচ কেক পাওয়া যাচ্ছে—আশ্চর্য! চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। ২·৭৫ পয়সা থেকে তিন টাকা দরে চাল কিনতে না পেরে অনেক গ্রামে শাকপাতা খেয়ে অনেককে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। গম উঠলেও অবস্থা একই—তথৈবচ। রেশনে সরবরাহ হ্রাস করায় গ্রামবাসীদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। সাগরদীঘি থানা এলাকায় পর পর দু'সপ্তাহ গম দেওয়া হয়নি। চিনির পরিমাণ মাসে ২০০ গ্রাম থেকে কমিয়ে ১৫০ গ্রাম করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ে গ্রামীণ শিল্প প্রসার ও সেচ প্রকল্প সুদূর পরাহত। কেরোসিনের অভাবে মোমবাতির কদর এবং দাম দুই-ই বেড়েছে। লোড শেডিং-এ জনজীবন আজ বিপর্যস্ত। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের আজ লোড শেডিং বা জীবনের বোঝা পরিত্যাগের সময় এসেছে। সংকট মোচন দূরের কথা গ্রামবাংলা আজ সংকটে সংকটে একেবারে ছয়লাপ, অন্ধকারের সঙ্গে নৈরাশ্যে নিমজ্জিত। ভেঙ্গে পড়া গ্রামীণ অর্থনীতির উপর দিনগত পাপক্ষয় করে কোনমতে তাঁরা বেঁচে আছেন।

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশতঃ আগামী ৮ই মে, বাংলা ২৪শে বৈশাখ বুধবার জঙ্গিপুর সংবাদ-এর প্রকাশনা বন্ধ থাকছে। প্রকাশক, জঙ্গিপুর সংবাদ

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই মে, ১৯৭৪

১৩/৭১ মনি ডিঃ দাউদ মণ্ডল দেঃ সামসুদ্দিন সেখ দিং দাবি ৬১১-১৩ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে কাবিলপুর ১০৩ শতকের কাত ৫৲ জমিদার পঃ বঙ্গ সরকার আঃ ৫০০৲ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব।

১৪/৭৩ মনি ডিঃ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ দেঃ অনুবালা সিংহ দিং দাবি ৪১৫-৩৯ পঃ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ১২ শতক জমি তদুপরিস্থিত পোক্তা দ্বিতল ঘর মায় তীর বরগা নওয়া জিমাসহ পঃ বঙ্গ সরকার সেরেস্তায় ৮৮৩ পাই জমা আঃ ৪১০৲ খং ৩৮৬ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব।

৯/৭৩ মনি ডিঃ ঐ দেঃ মৃণালিনী দেবী দাবি ৪৬৫-৪৬ পঃ মৌজাদি ঐ পরিমাণ ৪ শতক মায় তদুপরিস্থিত পাকা ঘর তীর বরগা চৌকাঠ কপাট নওয়া জিমাসহ পঃ বঙ্গ সরকার সেরেস্তায় বাৎসরিক জমা ২৷৷০ আঃ ৪৬০৲ খং ৪০৭ ঐ স্বত্ব।

১৪/৭৩ অন্য ডিঃ নেতাজী আশ্রম চরকা সঙ্ঘ পক্ষে সেক্রেটারী যদুনাথ দাস দেঃ দয়ালচন্দ্র মণ্ডল দাবি ৬৩১-৭৫ থানা সুতী মৌজে ঘোড়াপাখিয়া গাঙ্গিন পরিমাণ ৫১ শতক আঃ ৫০০৲ খং নং ৮৪৪ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব।

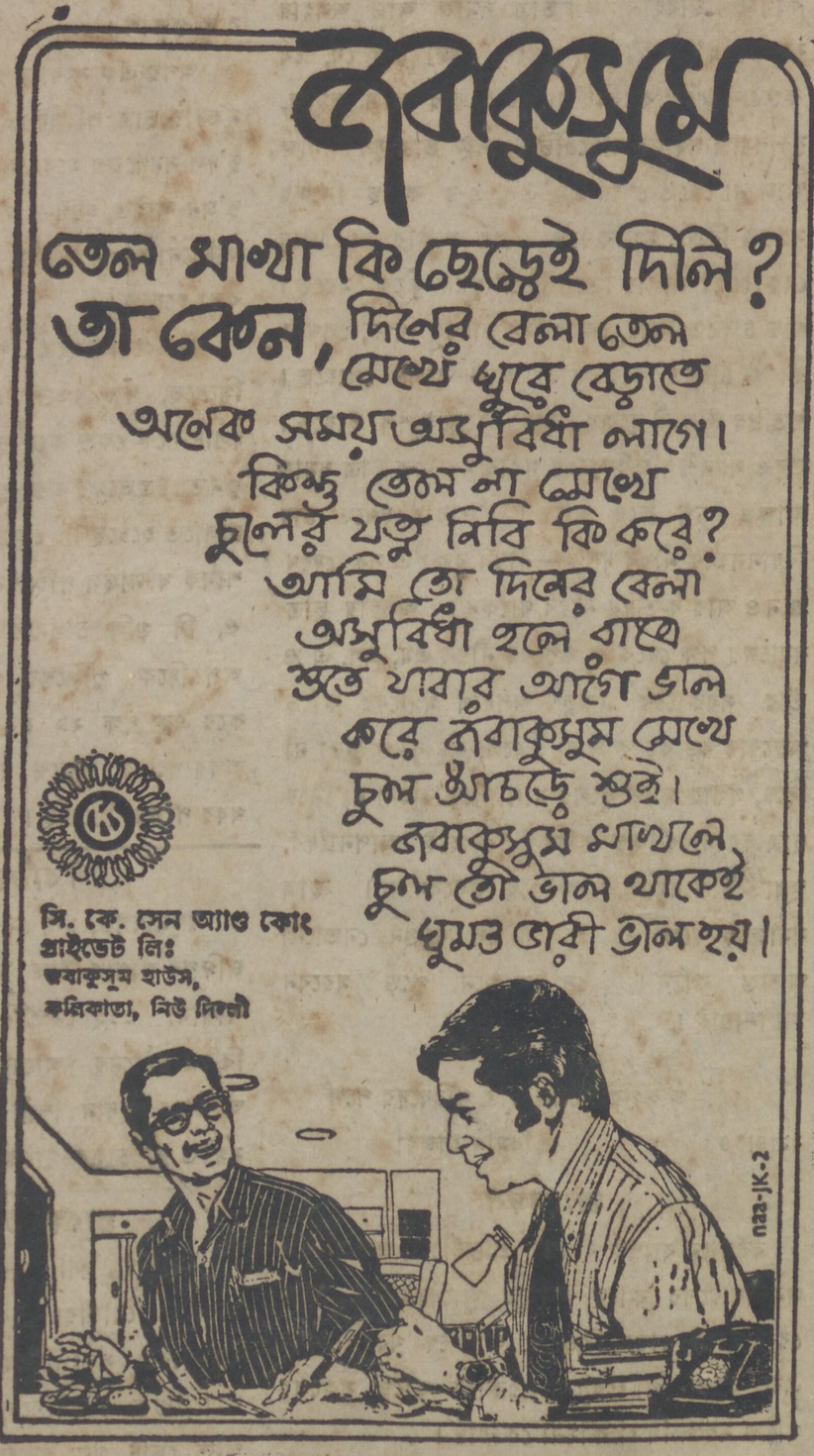

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।